দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৫ ঈসায়ী

আল জিহাদ আর্কাইভ- ২০১৫

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৫ ঈসায়ী

সূচিপত্র

বিজয় এবং শাহাদাত ৪

americans neither killed bangla ১১

আল-ওয়াহান; মুসলিমদের একটি ঘাতক ব্যাধি ১৬

ইস্তিকামাহ* (দৃঢ়চিত্ততা/মানসিক অবিচলতা ২৩

ইসলাম কি তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল ২৬

কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের থাকবে ৩৫

কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের ৩৮

জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি শর্ত কিনা ৪৩

বিজয় এবং শাহাদাত

Osama

Member

০৬-২২-২০১৫

লিখেছেনঃ খালিদ বাতারফি আবু আল মিকদাদ আল কিনদি (মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন)

আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (৩:১৪৬)

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয় নবী ও আল্লাহর বার্তাবাহক হজরত মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর। (৩:১৪৬-১৪৭)

দুই যুগের বেশী সময় ধরে জিহাদ ও সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে আমরা পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য গর্ভবোধ করি এবং বিশেষ করে আল আনিশা (Anisah) উপজাতির জন্য। জ্ঞানী মুজাহিদ শাইখ আবু মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল আনিসি আমেরিকার আক্রমণে তার বড় ছেলে মুহাম্মাদ এবং তার আরো কিছু ভাই সহ

নিহত হয়েছেন। মহান আল্লাহ তাদের উপর দয়া করুন এবং তাদেরকে শহীদের মর্যাদায় কবুল করুন। আমিন।

শাইখ আবু মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল আনিসি অনেক বছরের কঠিন পথ অতিক্রম করে মহান আল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়েছেন। দীনের শত্রুরা শেষ পর্যন্ত তাকে তার ঘোড়া থেকে নামাতে পেরেছে। এই সময়ের মধ্যে তিনি ছুটে গিয়েছেন বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ফিলিপিন থেকে কাশ্মীর ও আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তান থেকে ইয়েমেন। তিনি সর্বদা তার তরবারি ও জবান দ্বারা জিহাদ করেছেন। তিনি তার কাজে ও ত্যাগের ক্ষেত্রে গভীর মনোযোগী ছিলেন। তিনি দীনের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। আপনারা তাকে খুব বেশী দেখেন নি, কিন্তু তিনি ছুটে বেরিয়েছেন বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে এবং বসেছেন জ্ঞানীদের জ্ঞানের বৈঠকে। তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ মুজাহিদ প্রশিক্ষক এর নিকট হতে এবং জ্ঞান লাভ করেছিলেন উত্তম উলামাদের নিকট থেকে; এই দুই জ্ঞানের সমন্বয় তিনি তার দীনি জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

মহান আল্লাহ শাইখ আবু মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল আনিসির উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তিনি ছিলেন এই সময়ের একজন অন্যতম প্রভাবশালী ইমাম, যেমন ছিলেন পিতা ও পুনর্জীবনকারী শাইখ উসামা বিন লাদেন (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন)। শাইখ উসামার নিকট হতে শাইখ আনিসি শিক্ষা লাভ করেছেন জ্ঞান ও নিরবতা, জিহাদের ফিকাহ, অভিযানের কৌশল এবং ইসলামের দিকে দাওয়াতের পদ্ধতি। তিনি বিভিন্ন অভিজ্ঞ নেতাদের কূপ হতে পানি পান করেছেন যেমন পিতা শাইখ আইমেন আল জাওহাহিরি (আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন), শাইখ আবু হাফসা আল মিসরী(আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন), শাইখ মুস্তফা ইবনে ইয়াজিদ(আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন), শাইখ সাফ আল আদিল, শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মিশরী এবং শাইখ আবু খাইর। তারা ছিলেন জিহাদের প্রথম প্রজন্মের প্রভাবশালী নেতা এবং আধুনিক জিহাদের প্রতিষ্ঠাতা। শাইখ আবু মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল আনিসি ছিলেন প্রতিষ্ঠান যার ছিল অনেকগুলো দরজা। শাইখ আবু মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল আনিসি বিভিন্ন জায়গা হতে পানি পান করেছেন, বিভিন্ন জায়গা হতে পরিপক্ক ফল ও খাদ্য আহরণ করেছেন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করেছেন, পরিস্থিতির মাধ্যমে

পরিশুদ্ধ হয়েছেন, তিনি হয়েছেন সবল ও শক্তিশালী, তার মানসিকতা ছিল তীক্ষ্ণ এবং নিভু নিভু ছিলনা। উম্মাহর জন্য ছিল তার সকল সংগ্রাম ও চিন্তা-চেতনা। তিনি সর্বদা জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মনযোগী ছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে পুণ্যবান ব্যক্তিদের একজন হিসেবে উদাহরণ হয়ে থাকবেন। তাদের অশ্রু এখনও তাদের জন্য কাঁদে। কাফেলা ধর এবং এর সাথে যুক্ত হও। শাইখ প্রায় এক যুগ ধরে নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রেখেছেন ধর্মীয় জ্ঞান এবং ইসলামী ফিকাহ এর জ্ঞান অর্জনের জন্য। এছাড়াও তিনি, মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেন, সামরিক প্রশিক্ষণ এর নির্দেশাবলী ও বই লিখতেন, সামরিক প্রশিক্ষণ এর বৈঠক করতেন। তিনি মুজাহিদদের পাঠাতেন ইরাক এবং আফগানিস্তান এবং অন্যান্য জ্বিহাদী ময়দানে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ধর্মীয় জ্ঞান এবং ইসলামী ফিকাহ জ্ঞান অর্জন করা জ্বিহাদের পথে বাধা নয়। তিনি এটাও নির্দেশ করে দেখিয়েছেন যে, দীনি জ্ঞান অর্জন ও জ্বিহাদের ময়দান একটি আরেকটি হতে পৃথক নয়। জ্ঞান ও উলামা ছাড়া কোন জ্বিহাদ নেই। জ্বিহাদ করা যখন প্রয়োজনীয় ও বাধ্যতামূলক, তখন একজন ব্যক্তি যিনি দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত, তার জন্য জ্বিহাদ ব্যতীত অন্য কিছু করা ঠিক নয়। আমরা আমাদের পুণ্যবান অগ্রজদের নিকট থেকে এই শিক্ষাই পেয়ে থাকি। মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে রহমত বর্ষণ করুন, যারা জ্ঞান অর্জন এবং জ্বিহাদ করেছেন। তাদের মত ব্যক্তিবর্গ হল দুই জগতের আসল যোদ্ধা এবং জ্ঞানী মুজাহিদদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

হে মুসলিম উম্মাহ, এটা হলো আপনাদের যোদ্ধাদের মধ্যে একজন যোদ্ধা, আপনাদের বীরদের মধ্যে একজন বীর, আপনাদের একজন খুঁটি। তিনি তার সুউচ্চ ঈমান এবং আকিদার উপর ধৈর্য ধারণ করে, মহান আল্লাহ নিকট ধাবিত হচ্ছেন।তিনি তার আঙ্গুল সর্বদা নিশানার উপর রাখে এবং তিনি জিহাদের ময়দান ছেড়ে কোথাও যেতে অস্বীকার করে। তিনি জ্বিহাদের ময়দানে তার মুজাহিদ ভাই ও সন্তানদের পরামর্শ প্রদান, পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে অগ্রগামী। তিনি ভ্রান্ত পথ থেকে সবাইকে দূরে রাখে এবং যারা জিহাদকে পরিবর্তন করতে চায় তাদের হাত থেকে জিহাদকে রক্ষা করে। তিনি এবং তার পূর্বে যেসব শহীদ নেতা এসেছে তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং তাদের পরে যারা নতুন এসেছে তাদেরকেও তারা ত্যাগ করে না। যদি কখনো বিপদ বৃদ্ধি পায় তারা তখনো ময়দান ত্যাগ করে না। তারা শত্রুর জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে। তারা মুজাহিদ গনের

নিকট অনুকরণীয় আদর্শ এবং তাদের ছাত্রদের নিকট শ্রেষ্ট শিক্ষক। তারা বড় একটি মুজাহিদ দলকে ভালোবাসা, স্নেহ, দয়া এবং ধৈর্যের সাথে পরিচালনা করে। এই ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ হল রসূল মুহাম্মাদ (আল্লাহ নবী, তার পরিবার ও তার সাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সুফুফকে (sufuf) সামনের সারি হতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হওয়ার আগ পর্যন্ত ময়দানে থেকে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ময়দানে যুদ্ধ করতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন এবং তার অনুসারীরা তার নিকট হতে দূরে সরে গিয়েছিল। তিনি তার প্রিয় সাহাবীদের নিয়ে উহুদ এবং হুনাইয়ের যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখনো পথ ও পথ নির্দেশনা আজও মুজাহিদ নেতাগণ অনুসরণ করেন। এতটাই যে, তারা মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা মৃত্যুকে বার বার ধোঁকা দেয়। সুতরাং তারা যুদ্ধকে সাধারণভাবে নেয়, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, দুঃসাহসিকতা শাহাদাতের মর্যাদাকে ত্বরান্বিত করবে না আবার এটাকে ছেড়ে দিলেও তা দেড়ি হবে না। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি মুসলমানদের নেতা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই কথাটা বারবার বলতেন। যারা হাতে মুহাম্মাদ এর প্রাণ, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, আল্লাহর পথে লড়াই করি ও শহীদ হই, আবার লড়াই করি ও শহীদ হই এবং আবার লড়াই করি এবং শহীদ হই।

হে মুজাহিদগণ; মহান আল্লাহ আপনাদেরকে বাছাই করেছেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ রেখেছেন, যে লড়াই গুলো ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ও দুর্ধর্ষ যুদ্ধ। সবচেয়ে নতুন দুর্ধর্ষ যুদ্ধটি ১৫ বছর ধরে চলছে। আপনারা যুদ্ধ করছেন বর্তমান সময়ের হুবাল (কুরাইশদের অনেক মূর্তি ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল) এর সাথে, আমেরিকা এবং সে সব মুরতাদ যারা আমেরিকাকে সাহায্য করে। আপনারা তাদের ক্লান্ত ও ব্যস্ত রেখেছেন আপনাদের জিহাদ ও আক্রমণ দ্বারা। আপনারা পৃথিবীর ইতিহাসে তাদের চেয়ে বেশী ধৈর্য ধারণ করেছেন। এবং যত কঠিন ত্যাগ স্বীকার করা যায় আপনারা তা করেছেন। এই জিহাদী ব্যানারের কখনো পতন হবে না, যদি তা কখনো দুর্যোগে আক্রান্ত হয় এবং শত্রুর শিকল দ্বারা আবদ্ধ হয়। বর্তমান সময়ে এত ত্যাগ স্বীকার করার পর এই পথ পরিপূরণ হয়ে গিয়েছে হাজার বন্দি ও শহীদ দ্বারা এবং হাজার বিধবা ও এতিম শিশু দ্বারা। সারা বিশ্বের

মুসলমানদের অন্তর আপনাদের জন্য খুলে গিয়েছে, তাদের সুফুফ (sufuf) আপনাদের ঘিরে রেখেছে এবং তাদের কান আপনাদের জন্য খুলে গিয়েছে। এটাই হল উত্তম প্রকারের বিজয় অর্জন।

এটা কোন আশ্চর্যের কারণ নয় যে, মহান আল্লাহ ময়দানে আমাদেরকে বিজয় দান করেন এবং ট্যাক্স হিসেবে শহীদদেরকে আমাদের নিকট হতে নিয়ে নেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী (১১০:১-৩)। প্রতিটি জিহাদের প্রতিটি অধ্যায়ে আল্লাহ মুজাহিদগণের নিকট হতে শহীদদের নিয়েছেন। যখন রাশিয়া কে আফগানিস্তান হতে বের করে দেয়া হয়েছে তখন আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের নিকট হতে মুজাহিদদের শাইখ, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম(রঃ) কে নিয়ে গিয়েছেন। বরকতময় আরব বসন্তের বিপ্লবের পর মুসলমানদের মধ্যে যে জাগরণ শুরু হয়েছ, আল্লাহ তখন বাছাই করেছেন ইমামকে যিনি ইমানকে পুনঃ জাগরিত করেছেন; তিনি হলেন শাইখ ওসামা বিন লাদেন (রঃ)। আজকে যখন বীর মুজাহিদ গণ বিভিন্ন ভূমিতে বিজয় অর্জন করছেন তখন একদল নেতাকে বিশ্বের বিভিন্ন ভূমি থেকে আল্লাহ তায়ালা শহীদ হিসেবে তার নিকট নিয়ে নিচ্ছেন। তারা উত্তমরূপে আল্লাহর পথে জিহাদ করতেন, তারা উম্মাহকে উপদেশ দিতেন, তারা বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতেন। আমরা তাদের সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করি, মহান আল্লাহ চূড়ান্ত ও সর্বোত্তম বিচারক। মহান আল্লাহর সঠিক জ্ঞানের আলোকে আমরা কোন ব্যক্তির গুণাবলীর প্রশংসা করি না। আল্লাহ তাদের ইসলাম ও মুসলিম করে পুরস্কৃত করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি যে আল্লাহ তাদেরকে তার রহমত ও দয়া দ্বারা রক্ষা করবেন। আমরা আমাদের দয়ালু/মহান উম্মাহকে এই সুসংবাদ দিতে পারি যে জিহাদ ও মুজাহিদের পথ কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না, যদিও কোন মুজাহিদ ও মুজাহিদ নেতা শহীদ হন। এই উম্মাহ হল অসংখ্য বৃষ্টির ফোঁটার মত। আমরা জানিনা যে, শুরুর দিকটা ভাল না শেষটা, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। ইসলাম যেমন বিস্তৃত হবে তেমনি জিহাদও বিস্তৃত হবে। ইসলামের এই বিস্তৃতি কখনো কোন শক্তিশালী শক্তি বা দুর্বল বান্দার কারণে

বন্ধ হবে না। বরং এটি বজায় থাকবে এবং বিস্তৃত হবে, যদিও বা কুফার ও মুরতাদরা তা অপছন্দ করে।

আমরা একসাথে থাকব আমাদের আশা দ্বারা, আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ়। আমাদের পতাকা উঁচুতে উড়ে, পূর্বকে পশ্চিমের সাথে সংযুক্ত করে। আর ও দুশমনেরা আল্লাহর জন্য তোমাদেরকে এই সংবাদ দিচ্ছি যা তোমাদের সাথে হবে, শুনে রাখ। আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করছেন একটি উর্বর উম্মাহর জন্য। এই উম্মাহর সন্তানরা লড়াই করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং উম্মাহর জনগণ লড়াই করার জন্য সামনে এগোচ্ছে। যখন একজনের পতন হয় তখন তার পতাকা আরেকজন তুলে নেয় এবং এই জীবনদান, ত্যাগস্বীকার ও জিহাদ চলতেই থাকে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিশ্বে মুসলমানরা থাকবে। হে ক্রুসেডর, তোমরা আমাদের সাথে কয়েক শতাব্দী ধরে যুদ্ধ করছ। তোমরা কি আমাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতে দেখনি ? আমাদেরকে আমাদের নীতির উপর অটল থাকতে দেখনি ? যুদ্ধের সংগ্রাম আর পরীক্ষা উভয়ই আমাদের আঘাত করেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে লড়াই থেকে পিছনে সরে গিয়েছে ? কে লড়াই এর ময়দান পরিত্যাগ করেছিল ? কে ইরাক, আফগানিস্তান ও সোমালিয়ার ময়দানে ছুটে এসেছিল এবং পরাজয় নিয়ে ফিরে গিয়েছে। তোমরা আমাদের হাজারো শহীদকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমরা কি আমাদের বিস্তার ও পথকে পরিবর্তন করতে পেরেছ। তোমরা আমাদের দীনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলে। কিন্তু মুসলমানরা তখনই প্রকাশ্যে জাগ্রত হয় যখন তাদেরকে জিহাদ ও লড়াই এর জন্য আহবান করা হয়। তোমরা কয়েক যুগ ধরে জিহাদকে মুসলিম উম্মাহ হতে পৃথক করার চেষ্টা করেছ কিন্তু তোমরা সফলকাম হও নি। দেখ কিভাবে এই উম্মাহ মুজাহিদদের সন্তানদের নিকটে সমবেত হয়েছে। আমাদের মধ্যে এই অধ্যায়ে কে বিজিত হয়েছে ? আমাদের মধ্যে কে বিজয় লাভ করেছে। আমাদের যুদ্ধ তোমাদের অবশিষ্টদের সাথে আমরা এখনও তোমাদের চেয়ে বেশী অধীর আগ্রহে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা আমাদের প্রভু আল্লাহর নিকট হতে সেটাই যেটা তোমরা আশা কর না। কারণ আমরা হলাম এক উম্মাহ যারা কখনও অন্যায়কে অনুমতি দেয় না। এই উম্মাহ আল্লাহ এবং তার শরিয়াহ ব্যতিত কারো কাছে মাথা নত করে না। আমরা আমাদের পথ তৈরি করেছি এবং আমাদের প্রতিজ্ঞা শক্তিশালী। হয় ইসলাম এর সম্মান ও ঐতিহ্য ফিরে আসবে এবং আল্লাহর আইন

দ্বারা বিচার হবে এবং শারিয়াহ ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অথবা আমরা হামযা আল মুত্তালিব (রাঃ) মত পরীক্ষিত হবো। আমরা এই পৃথিবীতে এক উম্মাহ যাকে কখনও অন্যায় এর মাধ্যমে ধংস করা যাবে না। যদিও এই দীনের শত্রুরা এই উম্মাহকে অপমান করছে। কিন্তু কখনও বলো না এই উম্মাহ ধংস হয়ে যাবে। কেউ কি বিশ্বাস করবে একটি ইঁদুর একটি সিংহকে ধংস করবে। এবং আমাদের সর্বশেষ দোয়া হলঃ সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

হে আকসা ! আমরা আসছি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫৫

Americans neither killed bangla...

Osama

Member

০৬-২৯-২০১৫

Americans neither killed the “jew” Warren Weinstein nor the “atheist”Giovanni Lo Porto!

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহর এবং প্রশংসা ও অনুগ্রহ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের শিক্ষক মুহাম্মদ এবং তার পরিবার ও সাহাবীদের উপর এবং বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে এবং তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

তথাকথিত সন্ত্রাস-বিরোধী প্রচারণায় আমেরিকানদের হাতে না নিহত হয়েছে ওয়ারেন ওয়েনসটেঈণ না নিহত হয়েছে গীওভাণী লো পোর্ট। কিন্তু তারা ড্রোন এর মাধ্যমে নিশানা করে শহীদ করেছে আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত চাচা আমেরিকান ইসহাক কে এবং সম্মানিত ভাই ইটালিয়ান মুহাম্মাদ কে। انّا لله و انّا اليه راجعون“নিঃসন্দেহ আমরা আল্লাহ্*র জন্যে, আর অবশ্যই আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।”

আল্লাহ আমাদের ভাইদের শহাদাতকে কবুল করুন। এবং আল্লাহ এই উম্মাহ এর মুজাহিদিনদেরকে আমেরিকান কাফেরদের থেকে তাদের আমেরিকান এবং ইটালিয়ান ভাইয়ের বদলা নিবার জন্য সাহায্য করুন। আমিন।

ইসহাক চাচা (Warren Weinstein) (আল্লাহ তার উপর রহম করুন)ঃ

• যথাযথভাবেই আমেরিকান কাফেরদের নিপীড়ন ও বর্বরতার বিরুদ্ধে এই ধার্মিক যুদ্ধকে বুঝছিল।

• অকথ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার জায়গায় ইসলামের বিনয় ও দয়ার জাঁকজমকপূর্ণ স্বীকৃতিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

• আমেরিকান কাফেরদের স্বার্থপর এবং পরিতোষ প্রেমী সমাজের পরিবর্তে মুজাহিদদের সমাজের সকরুণ কারবার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

• ইহুদিদের অজ্ঞতা বাদ দিয়ে ইসলামের মহিমামণ্ডিত দিয়ে তার হৃদয় ভরেছিল। এভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে সে শয়তানের বাহিনী বাদ দিয়ে আল্লাহর বাহিনীতে যোগদান করেছিল।

• মুজাহিদিনদের পরিচালনা পদ্ধতি, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং শাহাদাত বরণকারী শেখ আনোয়ার আল আওলাকির (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) বক্তৃতা তাকে সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। ইসলামের প্রতি এই সুখী যাত্রা ইসহাক চাচা কোনো বলপ্রয়োগ বা প্রয়োগকারী ছাড়াই নিজে একা একাই সম্পন্ন করেছিল।

• নিপীড়িত মুসলিমদ উম্মাহর দুর্দশা অনুভূত করেছিলেন এবং ইসলামের উত্থানের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন।

একই ঘটনা ঘটেছিল ভাই মুহাম্মাদ (the italian) এর ক্ষেত্রে। ৭ মাস আগেও তিনি একজন নাস্তিক ছিলেন কিন্তু কুরআন পড়ার পরে তার অন্তরের অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং ঈমানের আলো দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নিশ্চয়ই, সে হচ্ছে আল্লাহ, যিনি সর্বশক্তিময়, যিনি পথভ্রষ্টকে পথ দেখান। ইসলামে ফিরে আসার পরে তার বন্দিকারি মুজাহিদ ইসহাক চাচা (Warren Weinstein) তার অভিভাবক হয়ে যায় এবং সে তাকে চাচা ডাকা শুরু করেন। সেই তার নাম ইসহাক পছন্দ করেছিল। চাচা ইসলামে এসেছিল ২০১৩ এ এবং তার প্রথম দিন থেকে এ সে জ্ঞান অর্জনের বরকতময় চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যায়। তার প্রবীণতা ছাড়াও সে নিজেকে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে একজন পরিশ্রমী হিসেবে প্রমাণ করেছে। মারকাজ (মুজাহিদদের থাকার স্থান) এর মুজাহিদরা তাকে খুবই ভালবাসত এবং সম্মান করত। তার সাথে কথা বলা এবং তার দেখ-ভাল করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করত। নামাজ, রোযা রাখার ক্ষেত্রে তৎপরতা এবং আল্লাহর জিকির এবং নফল ইবাদাতের ক্ষেত্রে অধ্যবসায় ছিল চাচার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমেরিকান নিপীড়নের স্বীকার মুসলিম বোন আফিয়া সিদ্দিকিকে মুক্ত করা ছিল তার আন্তরিক ইচ্ছা। তার স্ত্রী এবং মেয়েকে দ্বীন ইসলামে ফিরিয়ে আনারও প্রবল ইচ্ছা ছিল তার। ২০১৫ এর জানুয়ারিতে যখন ভাই মুহাম্মাদ এবং ইসহাক চাচা আমেরিকানদের

ড্রনের আঘাতে শাহাদাত বরন করেন, একটা অসাধারন সুন্দর ঘ্রান আসছিল চাচার শরিল থেকে, যা চারপাশকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছিল। একটা আশ্চর্যজনক সুবাস চাচার শরীর থেকে বেরিয়ে পুরো স্থান টুকু ভরে ফেলছিল। মানুষ এই আধ্যাত্মিক ব্যপারটুকু উপলব্ধি করে, নিজের অজান্তেই কাঁদছিল। আমরা মুজাহিদরা আমাদের প্রিয় চাচা এবং ভাইকে হারিয়ে খুবই শোকাহত কিন্তু একইসাথে আমাদের জন্য আনন্দের একটি ব্যাপার এই যে, আল্লাহই তাদেরকে মিথ্যা বিশ্বাসের সংকীর্ণতা থেকে বের করে , তাদের ইসলামের সুবিশাল ছায়ায় নিয়ে এসেছেন, সবচেয়ে খারাপ ব্যর্থতা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং হতাশা থেকেও, এবং চিরস্থায়ী সাফল্য এবং সুখের সঙ্গে তাদেরকে নিয়ে নিয়েছেন (আল্লাহর ইচ্ছায়)। আল্লাহর ইচ্ছা এই চিন্তাটাও আমাদের জন্য অনেক আনন্দের যে, একদিন আল্লাহ আমাদের কে তাদের সাথে জান্নাতে একত্রিত করবেন ইনশাআল্লাহ্*।

মুসনাদে আহমেদের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আবু উমামা (রাঃ) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, “হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি হাসলেন কেন? ” নবিজী বললেন, “আমি তাদের বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করি, যাদেরকে শৃঙ্খলে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।”

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবিজী বলেছেন “আল্লাহ তাদেরকে দেখে আশ্চর্য হয় যাদেরকে শিকল দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।” (বুখারি) এই হাদীস এর বর্ণনাকারী থেকে জানা যায় এই হাদিসে তাদের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে মুজাহিদরা বন্দী করবে এবং পরবর্তিতে তারা ইসলাম এবং মুসলিমদের খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার পর, তারাও ইসলামের ছায়াতলে চলে আসবে এবং পরে জান্নাহ এর যোগ্য হয়ে যাবে।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে, ভাই মুহাম্মাদ এবং ইসহাক চাচার ভাগ্য যেন উপরোক্ত হাদিসের মত হয়।

এই মুহূর্তে আমরা আমাদের ভাই মুজাম্মিল, শোয়াইব এবং আলি (আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন) সরণ করতে চাই। ভাই মুহাম্মাদ এবং ইসহাক চাচার রক্ষী ছিলেন তারা, যারা তাদের তাদের অন্তরের গভীর দিয়ে ভালবাসতেন। এই

ভাইগুলো ভাই মুহাম্মাদ এবং ইসহাক চাচার আরামের জন্য সেবা করে গিয়েছেন। তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য তাগিদ দিয়েছেন এবং পরে তাদেরকে কুরআন শিখতে সাহায্য করেছে। এটা তাদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং দোয়া ছিল যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে ভাই মুহাম্মাদ এবং ইসহাক চাচার সাথে একসাথে জান্নাহতে পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাদের ভালবাসা এবং বন্ধুত্বকে কবুল করুন এবং হাশরের দিন আল্লাহর সিংহাশনের নিচে আমাদেরকে একত্রিত করুন। [الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ٤٣:٦٧] "বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়।"

এখানে আমরা মুজাহিদরা এই ব্যাপারটি ঘোষণা করতে চাই যে, আমরা জানি যে, পাকিস্তানে আমেরিকান নেটওয়ার্ক যারা USAID নামে কাজ করছে এবং অন্যান্য আমেরিকান NGO গুলর কাজ হচ্ছে কুফর এবং ফাসাদ ছড়ান এবং তাদের জঘন্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমেরিকান এজেন্ট ছড়ানো। একইভাবে আমেরিকান যে এমবাসি আছে পাকিস্তানে, সেটা হল CIA এর এজেন্ট এবং তারা অন্যান্য সকল ব্যপারেই মিলিত।ইসহাক চাচা আমাদেরকে ইসলাম ধর্মে আসার পরে আমেরিকার এসব আজেবাজে কাজের কথা বিস্তারিতভাবে ফাঁস করে দিয়েছে এবং মুজাহিদদের বিভিন্ন ব্যপারে প্রয়োজনীয় দিক নিরদেশানা দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের মহান চাচাকে তার মহান কাজের জন্য মহা প্রতিদান দিন। আমিন। নিশ্চয়ই ভাই মুহাম্মাদ এবং ইসহাক চাচার ইসলাম গ্রহণের মধ্যে বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এক দিকে আমেরিকান কারাগারে মুসলিম বন্দী আছে, যাদের সাথে এ যাবতকালের নিষ্ঠুরতম আচরণ এবং অবিচার করা হায়েছে। গুয়ান্তামো, আবু গারিব এবং আমাদের বোন আফিয়া সিদ্দিকার সাথে যা করা হয়েছে তা এই আমারিকান সিস্টেমের আসল চেহারা প্রকাশ করে। আমেরিকান এবং তাদের দোসরদের জেল খানায় বন্দী মুসলিমরা জেল থেকে মুক্ত হবার পরই জিহাদের মাধে আসতে উদগ্রীব হয়ে যায় এমনকি তারা ফিদায়ি হামলা করার জন্যও তৈরি থাকে, তার অন্যতম উদাহরণ হল আবু দুজানা আল কুরায়শি (রহঃ)। অন্য দিকে ভাই মুহাম্মাদ, ইসহাক চাচা এবং বোন মরিয়ম (Yvonne Ridley) এর কথা বলছি, যারা মুজাহিদিনদের হাতে বন্দী হয়ে ইসলামের এবং মুজাহিদিনদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। তারা মূর্খ ধর্মগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে

নিয়েছে এবং পড়ে তারা সত্য দিনের পথে জীবন হিয়েছে। নিশ্চয়ই এটা হয়েছে ইসলামের সত্যবাদিতার জন্য এবং জিহাদের মহত্তের জন্য।

আমরা শহিদদের পরিবার-পরিজনদের এটা জানানো খুবই জরুরী মনে করি যে, আমেরিকানদের নেতৃত্বই হল আপনাদের দুঃখের প্রথম এবং একমাত্র কারন। এবং অত্যাচারি নীতি, যার উদ্দেশ্য হলঃ

• প্যালেস্টাইন থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত সকল মুসলিমদের উপর অত্যাচার করা,
• এবং ইসলামিক সমাজে দুর্নীতি এবং বিশৃঙ্খলা এবং উত্তেজনা ছড়ান।

এই কারনেই, এই শয়তানের ছেলেরা একদিকে আমাদেরকে ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান থেকে বোম মারছে এবং অন্যদিকে তারা তাদের দালালদেরকে আমাদের দেশে পাধাচ্ছে "সাহায্য" এর নাম করে। কারাবন্দী থেকে শুরু করে তাদের শাহাদাতবরণ পর্যন্ত সবকিছুর জন্যই আপনাদের নেত্রিবিন্দরা দায়ী, যারা সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যতে পরিণত করতে দারুন পটু। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আপনাদের আত্মীয়কে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছেন এবং তার প্রিয়দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা ভাই মুহাম্মাদ, ইসহাক চাচার পরিবার এবং বন্ধুদেরকে বলব, আপনারা ইসলাম সম্পর্কে জানুন এবং মুজাহিদিনদের আহ্বানকে উপলব্ধি করুন এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকারকে ছেড়ে ইসলামের আলোতে আসুন, যাতে করে আপনার তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যারা যারা এই দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারবে। এটাই ছিল তার পরিবারের জন্য ইসহাক চাচার বার্তা। শাহাদাতবরনকারীদের তাদের পরিবারের ভালবাসার জন্যই আমরা তাদের এই আত্ম-উপলব্ধি টুকু জানাচ্ছি। ইসহাক চাচার ইসলাম গ্রহন সম্পর্কে একটা ভিডিও ইনশাআল্লাহ্* আপনাদের কাছে আসবে। আল্লাহ ভাই মুহাম্মাদ, ইসহাক চাচাকে তাদের পরিবারের জন্য ইসলাম গ্রহণের উছিলা করে দিক। আমিন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২০০

আল-ওয়াহান; মুসলিমদের একটি ঘাতক ব্যাধি

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-১৭-২০১৫

১ম পর্ব

“আমরা এমন জাতি যারা নিতান্ত তুচ্ছ, নীচু জাত ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মর্যাদা উঁচু করে দিয়েছেন ইসলামের মাধ্যমে। আমরা যদি অন্য কোন উপায়ে সম্মান কামনা করি, তবে আল্লাহ আবারো আমাদের নীচু করে দেবেন”। ~ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু‘যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে,অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য’। (৩:১৩৯)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘শীঘ্রই মানুষ তোমাদেরকে আক্রমন করার জন্য আহবান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে-অন্যকে আহবান করে।’

জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তখন কিআমরা সংখ্যায় কম হবো?’ তিনি বললেন, ‘না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দিবেন।’ জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল (সা.),আল– ওয়াহ্হান কি?’ তিনি বললেন, ‘দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা।’ (মুসনাদে আহমদ, খন্ডঃ ১৪, হাদিস নম্বরঃ ৮৭১৩, হাইসামী বলেছেনঃ হাদিটির সনদ ভালো, শুয়াইব আল আর নাউতের মতে হাদিসটি হাসান লি গাইরিহি) সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ‘দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।’ (সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ, হাদিস হাসান)

এই হাদিস নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় আসলেই রাসুল(সা.)-কে 'অল্পকথায় অনেক কথা প্রকাশ করা'র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিলো। "আমাকে এমন কথা (বলার ক্ষমতা) দেয়া হয়েছে যা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থ ব্যাপক " [বুখারী মুসলিম]

ওয়াহহান সম্পর্কিত আলোচ্য হাদীসে মাত্র কয়েকটি বাক্য রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা, তাদের মূল সমস্যা এবং তার সমাধান নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদিস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে নীচে উল্লেখ করা হলো:-

(১) 'তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য লোকজন একে অন্যকে আহবান করবে, যেভাবে খাবারের জন্য আহবান করা হয়।'

এই হাদীসের অসাধারণ একটি বিষয় হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রোতাদের মনের সামনে যেন একটি বাস্তব স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে, মুসলিম উম্মাহকে প্রথমে তুলনা করা হয়েছে, কিছু ক্ষুধার্ত লোকের সামনে রাখা সুস্বাদু খাবারের সাথে। কিন্তু, যেহেতু তারা ভাগাভাগি করে খাবে একারণে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ থেকে ভাগ নিতে চাইবে, ফলে খাদ্যটি ভাগ হয়ে যাবে 'আমন্ত্রিত অতিথি'র মর্যাদা ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে।

খিলাফত পতনের অল্প কিছু সময় পর থেকেই, মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে দেয়া হল বিভিন্ন রাষ্ট্রে, ইউরোপিয় দখলদারি শক্তি এটা করেছিল। এবং তাদের প্রত্যেকেই এরপর নজর দিল মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ যে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন সেদিকে।

সত্যিই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ দলে দলে বিভক্ত, আল- কুরআনও সুন্নাহ হতে দূরে সরে যাওয়ার কারণে। এই অবস্থায় দুনিয়ার অন্যান্য জাতি, মুসলিম উম্মাহর উপর সরাসরি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং একে অন্যকে আক্রমণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে, একদেশের মুসলিমদের আরেক দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে এবং যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। যেমন : ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ফিলিস্তান, কাশ্মীর ইত্যাদি-সেটা তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য হোক অথবা খনিজ সম্পদ দখলের জন্য হোক অথবা অর্থনৈতিক বাজার দখল করার জন্য হোক। কেউ আক্রমণ করছে সরাসরি আগ্রাসী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে, কেউবা কুটনৈতিক

(diplomacy) এর মাধ্যমে, কেউবা আদর্শিকভাবে (ideologically), কেউবা সংবাদ মাধ্যম, প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে, কেউবা তাদের আবিস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা রপ্তানী করে তাদের মানসিক দাস তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই মানসিক দাসেরা পশ্চিমা দেশের অপ সংস্কৃতিকে মনে করে আধুনিকতা আর ইসলামের পবিত্রতা আর সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে মনে করে পশ্চাদপদতা, তারা কুফফারদের পরিচালিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মানব রচিত মতবাদ গ্রহণ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আর ইসলামের শিক্ষা অনুসারে দেশ, রাষ্ট্র পরিচালনা করতে বাধা দেয় ।আর এক্ষেত্রে তারা 'গণতন্ত্র রক্ষা, মানবতা, নারী-মুক্তি, শিশু-অধিকার, সবার জন্য শিক্ষা, সামাজিক-উন্নয়ন' ইত্যাদি বিভিন্ন মনভুলানো চটকদার শব্দের মোড়কে তাদের এই দালালী কার্যক্রমকে ঢেকে নিয়েছে।

বস্তুতঃ ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর থেকেই পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর উপর এই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে অনবরত, এটা যারাই আল-কুরআনে বর্ণিত আনআম (গবাদি-পশু) এর মতো নয়, তারাই জানেন ও বুঝেন। (২) দ্বিতীয় : 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?' তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা তখন অগণিত হবে।'

এখান থেকে বুঝা যায়, বেশি সংখ্যক হওয়া ইসলামের কোন পূর্বশর্ত নয়। ইসলাম চায় মানসম্পন্ন মুসলিম,যারা আল্লাহর দীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। সংখ্যা এখানে মূখ্য নয়। আল্লাহ চেয়েছেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম' (আ'মালুন সালিহান), এটা চাননি যে, 'তোমাদের মধ্যে কে আমলে বেশি' (আ'মালুন কাছিরান)।

বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিলো মুসলিমদের তিনগুণ। ইয়ারমুকের যুদ্ধে কাফিররা ছিলো মুসলিমদের ৭০ গুণ। উভয় যুদ্ধেই মুসলিমরা বিজয়ী হয়। অপরদিকে, হুনায়ুনের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো, কাফিরদের চেয়ে বেশি। কিন্তু সে যুদ্ধে তারা পরাজয়ের সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহর রহমতে বিজয় আসে। আফসোস, বর্তমান মুসলিম উম্মাহ, তাদের সংখ্যাধিক্যের পরিসংখ্যান নিয়ে ব্যস্ত, কোন ধর্ম সবচেয়ে বেশি গতিতে বেড়ে চলেছে, কোনদেশে মুসলিম Growth rate কত ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তারা ব্যস্ত; কিন্তু মুসলিমদের মান নিয়ে কোন চিন্তা হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ আল-কুরআনে

বারবার বলেছেন, বিজয় শুধুমাত্র তাঁর কাছ থেকে আসে, আর তাঁর বিজয় দানের ওয়াদা শুধু মুমিনদের জন্য।

দেড়শ কোটি মুসলিমের এত বিশাল সংখ্যাও কোন কাজে আসছে না, কারণ অধিকাংশ জনতা মানসিকভাবে পশ্চিমা দেশ ও তাদের আদর্শের দাসত্ব করে আসছে। রাখাল যেভাবে তার খেয়াল খুশি মত পালের ভেড়াদের যেদিকে খুশি সেদিকে নিয়ে যায়, এই পশ্চিমাদেশগুলোও আমাদের মুসলিমদের সেভাবে পালের ভেড়া বানিয়ে রেখে মানসিকভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছে। (৩) তৃতীয়ত : 'তোমরা হবে সমুদ্রের ফেনা রাশির মতো, যা স্রোতে সহজেই ভেসে যায়।'

এটা হচ্ছে, বেশি সংখ্যক হওয়ার পরও মুসলিম উম্মাহর এই অবস্থার একটি অসাধারণ বর্ণনা।

-সাগরের ফেনা বিপুল পরিমাণ পানির উপর ভেসে থাকে ঠিকই, বিপুল জলরাশি নিয়ে সে গর্ব করে, এই জলরাশি তার কোন কাজে আসে না। তার নিজের কোন দৃঢ় অবস্থান নেই।

-সাগরের ফেনার যেভাবে কোন শক্তি নেই, শুধু উপর থেকে দেখতে অনেক মনে হয়, অন্যদিকে নিচের পানির স্রোত তাকে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যায়। -ফলে এই সংখ্যা নিয়ে গর্ব করা এক প্রকার মিথ্যা আত্মতুষ্টি অনুভব করা। -নিজেকে চালিত বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ফেনারাশির নেই, সাগরের ফেনাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিচের জলরাশি।

মুসলিম উম্মাহও সংখ্যায় বেশি, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাদের কোন ভূমিকা কিংবা অবস্থান নেই। তাদের প্রতিটি দেশই সুদভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে পরিচালিত, আল-কুরআন সুন্নাহ বিবর্জিত পশ্চিমাবাদের আবিস্কৃত গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদী-রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের দেশগুলি পরিচালিত হচ্ছে। আর ইসলামের গন্ডি শুধুমাত্র মসজিদ ও কতিপয় পারিবারিক আইনে সীমাবদ্ধ। এ যেন সংখ্যায় বেশি হয়েও তারা সংখ্যালঘু. কাফের-মুশরিক-ইসলামের শত্রুরা ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে কিন্তু মুসলিমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের একটি কথাও বলতে পারে না। অথচ সমুদ্রের ফেনা রাশির মতোই মুসলিম উম্মাহ ও সংখ্যাধিক্য নিয়ে আনন্দিত, উল্লাসিত, গর্বিত।

(৪) চতুর্থত : 'আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের মধ্যে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দিবেন।'

এখান থেকে দুটি বিষয় প্রতীয়মান হয়।

ক. মুসলিমদের শত্রু আছে, মিত্র আছে। ইসলাম কোন বৈরাগ্যবাদী ধর্ম নয়, কিংবা 'অহিংস পরমধর্ম' প্রকৃতির গৌতমীয় বাণীতে বিশ্বাস করে না। বরং, ইসলামে ভালোবাসা ও ঘৃণা (আন ওয়ালা ওয়াল বা'রা)একটি গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট। অনেক আধুনিকএবং পরাজিত মন মানসিকতার অধিকারী মুসলিম যাদের মন-মগজ পশ্চিমা শিক্ষা-ব্যবস্থা, ডিস, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে সঠিক ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে, তারা যতই এ ব্যাপারটায় তাদের বিদেশি বন্ধুদের কাছে অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়েন না কেন। আল্লাহর রহমত, তিনি আল-কুরআন ও সহীহ হাদিসকে অবিকৃত রেখেছেন। না হলে এরা ইসলামকে বিকৃত করে কোথায় নিয়ে যেতো। আল্লাহ বলেন :

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। আল্লাহ জালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' (সুরা-মায়েদা : ৫১)

মুসলিমদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বাদ দিয়ে, বিজাতীয় প্রভুদেরকে বন্ধু অভিভাবক করে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

খ. মুসলিমদের উচিত তাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্থ রাখা। আর তাদের অন্তরে আমাদের ভয় থাকাটাই স্বাভাবিক । যদি না থাকে, বুঝতে হবে, কোন সমস্যা আছে। কারণ রাসুল (সা.), আমাদের দুরবস্থার একটি কারণ হিসেবে তাদের মনে, আমাদের ভয় না থাকাকে উল্লেখ করেছেন।

আর আল্লাহ তো পবিত্র কুরআনে ঘোষণাই দিয়েছেন, যা বেশির ভাগ মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের কুচকাওয়াজে না বুঝে মন্ত্রের মতো পাঠ করে থাকে। 'আর তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে যদ্দ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে,

আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন।তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ করো তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে, আর তোমাদের সাথে কখনো জুলুম করা হবে না।' (সুরা-আনফাল : ৬০)

তাই কাফিরদের মনে ভয়-ত্রাস সৃষ্টি করা মুসলিমদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত ফরজ। কে আছে এমন যে আল্লাহর এই হুকুমকে অস্বীকার করতে পারে। আর এক্ষেত্রে মুসলিমরা শুধু 'চোরের কাছে পুলিশ যে রকম ত্রাস সৃষ্টি করে' যা ডা. জাকির নায়েক বলে থাকেন, সে রকম ত্রাস সৃষ্টিকারী নয়, বরং 'সুলায়মান (আ.) যেভাবে বিলকিসের রাজত্বে তার শিরকের কারণে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন' সে রকমও ত্রাস সৃষ্টিকারী।
এটা ছিলো, আমাদের প্রথম সমস্যা, আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের মাঝে 'ওয়াহ্হান' ঢুকিয়ে দিবেন।

(৫)পঞ্চমত :'জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল (সা.), ওয়াহ্হানকি?' তিনি জবাব দিলেন, 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা' অথবা মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

সিরিয়ান মুজাহিদদের ট্রেনিং

এখানে সমস্যা এবং সমাধান দুটোই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, পুঁজিবাদী ও সমাজাতান্ত্রিক বস্তুবাদী আদর্শ যখন মুসলিম দেশগুলোতে রপ্তানি করা হল, তখন থেকে মুসলিমরা নিজেদের স্বভাববিরুদ্ধ রকমের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী হয়ে গেল, দুনিয়ার সোনার হরিণের পিছনে ছুটতে লাগল। আখিরাতের জীবনের কথা বেমালুম ভুলে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি হাদীসে বলেছেন, "সুখ শান্তি বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করো' (তিরমিযি)
আল্লাহ বলেন, "(হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু

তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও"। [সূরা নিসা ৭৭-৭৮]

(৬)ষষ্টত: উপরোক্ত দুটি সমস্যার সমাধান, এমন কি মুসলিম উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে রাসুল (সা.)-এর একটি হাদিসের মধ্যে। তিনি বলেছেন :

'যখন মানুষ দিনার এবং দিরহামের মধ্যে ডুবে যাবে, এবং যখন ঈনা নামক (সুদী) ব্যবসায় জড়িত হয়ে যাবে, আর গরুর লেজ-এ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, তিনি তা উঠিয়ে নিবেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের দ্বীনে ফিরত না যাবে।'

[হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ (২/২৮), তাবরানী (১২/৪৩৩), বায়হাকী (শুয়াবুল ঈমান ৭/৪৩৪), আবু ইয়ালা (১০/২৯)]

তাই আমাদের সমস্যা কোন টাকা-পয়সার, প্রযুক্তি, ব্যবসা এর কমতি নয়, গরুর লেজ অর্থাৎ কৃষিকাজ-এর কমতি নয়, যা অনেক তথাকথিত ইসলামী বুদ্ধিজীবীরা মনে করে থাকেন। বরং আমাদের সমস্যা অন্য কোথাও। আমাদের লাঞ্ছনার কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দেয়া, ক্বিতাল করতে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুকে ভয় করা আর দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে বেশী ভালোবাসা। যখন মুসলিমরা অনুধাবন করবে যে, মৃত্যু আসলে সমাপ্তি নয়, বরং নতুন জীবনের শুরুমাত্র, আর আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন তখন এই উম্মাহর অবস্থা নিশ্চিতভাবেই বদলাতে শুরু করবে ।

এর আগ পর্যন্ত আল্লাহ বলছেন: "আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[আর রাদ ১১]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৬৭

ইস্তিকামাহ্* (দৃঢ়চিত্ততা/মানসিক অবিচলতা

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-২৮-২০১৫

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্*, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্* রাব্বুল ‘আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উপর। ইবনুল কাইয়্যিমের মতে, কোন কাজ ইস্তিকামাহ্* তথা দৃঢ়চিত্ততা বা মানসিক অবিচলতার সাথে সম্পন্ন করতে চাইলে নিম্নোক্ত পাঁচটি শর্ত পূরণ করা জরুরীঃ [১] কাজটি হতে হবে কেবলমাত্র এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্* রাব্বুল ‘আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আর এই বিষয়টি নিয়্যতের পরিশুদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত। এটিই হল “ইখ্*লাস” বা নিয়্যতের পরিশুদ্ধতা। [২] অর্জিত জ্ঞান (‘ইল্*ম) হবে কাজটির ভিত্তি। অর্থাৎ, জেনে ও বুঝে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। কারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্পাদিত কর্ম মানুষের মানসিক নিশ্চয়তা বিধান করে। [৩] নির্ধারিত পদ্ধতি মেনেই ইবাদত করতে হবে। শব্দগত অর্থেই “ইবাদত” মানে হল “মেনে চলা”, “আনুগত্য করা” ইত্যাদি। আর তাই ইবাদত বা আনুগত্য করতে হবে ইবাদতের নির্ধারিত পদ্ধতির আনুগত্য করার মাধ্যমেই। [৪] কাজটি করতে হবে যথাসম্ভব সর্বোত্তমভাবে এবং আন্তরিকতার সহিত। ইবাদতে অনাগ্রহ বা অনীহা দুর্বল ঈমানের অন্যতম প্রধান লক্ষন। [৫] কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কাজটির আইনী বৈধতা আছে কিনা তাও বিবেচ্য বিষয়। আইনী বৈধতা নেই এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সুলুক (আচরন বা শিষ্টাচার) বিষয়ক অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ ইস্তিকামাহ্* (দৃঢ়চিত্ততা বা মানসিক অবিচলতা) অর্জনের ক্ষেত্রে আরো কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেনঃ [১] চূড়ান্ত পরিণতি তথা আখিরাতে বিচার দিবসের কথা ভেবে সদায় সতর্ক থাকাঃ পরকাল ভিত্তিক এই মানসিক সচেতনতার সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে যাতে করে তা মানুষকে বেশী বেশী সৎকর্মের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। প্রতি মুহূর্তেই নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে একজন মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় তার আখিরাতের জীবন। একজন সালাফ [রাসূল (সা) এর

পরবর্তী যুগে ইসলামের প্রথম দিকের তিনটি প্রজন্ম-সাহাবীগণ,তাবীঈগণ এবং তাবে-তাবেঈগণই হলেন সালাফ] বলেনঃ

"আপনি যদি জানেন যে আপনি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন তাহলে বিকালের অপেক্ষা করবেন না আর যদি জানেন যে বিকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন তাহলে পরবর্তী সকালের অপেক্ষা করবেন না।"

[২] অঙ্গীকার বা মুশারাতাহঃ একজন মানুষকে অঙ্গীকার করতে হবে যে তিনি দৃঢ় বা অবিচল হবেন এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যথাসম্ভব সঠিক ও উত্তমভাবে কাজ করবেন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকের দিনে অনেক মুসলমান এ ধরনের অঙ্গীকার করার ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। [৩] উক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া বা মুজাহাদাহঃ কিছু সংখ্যক মুসলমান আছে যারা অঙ্গীকার করে কিন্তু সেই অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে সচেষ্ট হয় না। [৪] নিয়মিতভাবে নিজের কাজকর্মের পর্যালোচনা তথা মুরাকাবাহঃ অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়ে কখনই কোন মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে আত্মপ্রসাদে ভোগা চলবে না। এক্ষেত্রে নিজের প্রতি সৎ হতে হবে। [৫] নিজের কাছেই জবাবদিহি করা বা মুহাসাবাহঃ এ ধাপটি দু'বার প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমত,কোন কিছু শুরু করার আগে নিশ্চিত করতে হবে এ কাজে আল্লাহ্* রাব্বুল 'আলামীন খুশি হবেন কিনা অর্থাৎ কাজটা আল্লাহ্*র ওয়াস্তে করা হচ্ছে কিনা। এক্ষেত্রে এটা উপলব্ধি করা খুবই জরুরী যে কাজটি আল্লাহ্* রাব্বুল 'আলামীন তথা ইসলামের নির্ধারিত নিয়ম মেনেই করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কাজটি শেষ হওয়ার পর ভুল-ত্রুটি যাচাই করে দেখা,যে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেটা অর্জিত হয়েছে কিনা তা বিচার করা। যেটুকু সাফল্য পাওয়া গেছে তাতে সন্তুষ্ট না থেকে আরো ভাল করা যেত কিনা সেটা খতিয়ে দেখা। [৬] কাজটি সম্পন্ন হলে নিখুঁতভাবে করতে না পারার জন্য নিজেকে দোষারোপ করাঃ ভবিষ্যতে আরো ভালো করার প্রত্যয়ে আত্ম-নিন্দাকে একটি ইতিবাচক গুণ হিসেবে নেয়া যায়। এমনটি করতে পারলে তা আমাদের কর্ম সম্পাদনের দক্ষতা উন্নতির জন্য পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে আরও অঙ্গীকার করার সুযোগ করে দেবে। [৭] উন্নতির জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বা তাহসিনঃ আমরা প্রত্যহ যে কাজগুলো করি যেমনঃ দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড,মহৎ কাজ,ইবাদত ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমাদেরকে উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। [৮] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি

বিনয়ী হওয়াঃ আল্লাহ্* রাব্বুল আলামীনের ক্ষমা, নির্দেশনা ও সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে; বুঝতে হবে তিনি ব্যতীত উৎকৃষ্ট, নিখুঁত এবং মহান আর কেউ নেই। উপরোক্ত শর্ত/ধাপগুলো দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ইবাদত এবং অন্যান্য ধর্মীয় ভাল কাজে প্রয়োগযোগ্য মনে করতে হবে। সূত্রঃ ইমাম নাওয়াবি (রাহিমাহুল্লাহ্*) এর ৪০ টি হাদিসের এর একটি ব্যাখ্যা

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৫০

ইসলাম কি তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল

power

Senior Member

০৮-২৫-২০১৫

হ্যাঁ, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমেও প্রসারিত হয়েছিল।

উত্তর করেছেন,শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ।

সৌজন্যেঃ Islam Q&A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রশ্নঃ ইসলাম কি তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমেও প্রসারিত হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, (দ্র ৩৪৮৩০ ইংরেজি ভাষায়) জিহাদ দুই প্রকারের হয়ে থাকে; লড়াইয়ের জন্য নিজে থেকে অগ্রসর হওয়া এবং আত্মরক্ষার্থে জিহাদ করা অর্থাৎ দুই প্রকারের জিহাদের একটি হচ্ছে আক্রমণাত্মক জিহাদ ও অপরটি আত্মরক্ষামূলক জিহাদ। নিসন্দেহে আক্রমণাত্মক জিহাদের জন্য পদক্ষেপ ও প্রস্তুতি নেয়ার সাথে ইসলামের প্রসারের একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে, এর মাধ্যমেই দলে দলে মানুষদের আল্লাহর দীনের দিকে নিয়ে আসা যায়। আর একারণেই, শত্রুদের অন্তর সদা সর্বদা জিহাদের ভয় কম্পমান থাকে।

ইংরেজি ভাষার একটি ম্যাগাজিন মুসলিম ওয়ার্ল্ড বলছে, “পশ্চিমা বিশ্বে অবশ্যই এক ধরণের ভয় কাজ করতে পারে, এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে মক্কায় সেই প্রথম ইসলামের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা কখনো কমেনি, বরং এটা সব সময় শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে আর প্রসারিত হয়েছে। উপরন্তু ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, বরং এর অন্যতম একটি খুঁটি হচ্ছে জিহাদ”।

রবার্ট বেন বলেন, “মুসলিমরা আগেও একবার গোটা দুনিয়া বিজয় করে ছেড়েছে, আর এটা তারা আবারও করতে পারে”।

ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামের নামে বিষোদগার করে থাকে এই দাবী করার মাধ্যমে যে, এটা তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে।

প্রাচ্যবিদ থমাস আরনল্ড তার একটি বই "The Preaching of Islam" এ লিখেছেন, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়নি, বরং এটা প্রসারিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ দাওয়াহর মাধ্যমে, কোন ধরণের শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই; উদ্দেশ্য মুসলিমদের মাঝে জিহাদের চেতনাকে বিনষ্ট করে দেয়া আর প্রমাণ করা যে, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রচারিত প্রসারিত হয়নি। আর মুসলিমরা (এভাবেই) তাদের সেই সাজানো ফাঁদে ধরা দিল। একদিকে যখন তারা শুনতে পেল, প্রাচ্যবিদেরা(ওরিয়েন্টালিস্ট) অভিযোগ করছে যে, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, তারা বলতে লাগল, "তোমরা ভুল করছো, আরে তোমাদের নিজেদের লোকের কাছ থেকেই এর খণ্ডন হচ্ছে, তোমাদের নিজেদের লোকেরাই তোমাদের এই দাবীর বিরোধিতা করছে, এই যে থমাস বলেছে এই কথা, এটা ইত্যাদি"

মুসলিমদের মাঝে যারা পরাজিত মানসিকতার অধিকারী তারা এগিয়ে এল ইসলামকে রক্ষা করতে ! আর তারা ইসলামকে এই মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে মুক্ত করতে চাইল ! তাই ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, একথা তারা অস্বীকার করলো, আর তারা বললো, ইসলামে জিহাদ বলে কিছু নেই, অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য হলে ভিন্ন কথা। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামে নিজে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণাত্মক জিহাদ বলে কিছু নেই। অথচ এ ধরণের মন্তব্য সত্যনিষ্ঠ মুসলিম আলেমগণের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায়, কুর'আন সুন্নাহর দলীল থেকে প্রমাণাদি উপস্থাপনের বিষয়টি তো আরো দূরে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া তাঁর মাজমু আল ফাতওয়া ২৮/২৬৩ এ বলেন,

উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল ধর্ম, মতবাদ হতে হবে শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্যে, আর আল্লাহর কালেমার দাবী হচ্ছে তা সবকিছুর উপরে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর কালাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বাণী যার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবে তাঁর বক্তব্য সংরক্ষিত আছে, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, **"আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে"।[সূরা হাদীদ ৫৭:২৫]**

নবী রাসূলগণ প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতি যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে আর এটাই হচ্ছে সৃষ্টির উপর স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক। এরপর আল্লাহ মহামহিম বলছেন, **"আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে"। [সূরা হাদীদ ৫৭:২৫]**

কাজেই যে বিচ্যুত হয়ে পড়ে আল্লাহর কিতাবের পথ হতে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে লৌহের শক্তি দ্বারা হলেও। এভাবেই এই দীনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা পায় কুর'আন ও তরবারীর মাধ্যমে।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন এটা দিয়ে আঘাত করতে, মানে তরবারী দ্বারা, যে কেউ এটা থেকে ফিরে যায়, অর্থাৎ কুর'আন হতে"।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর আল-ফারুসিয়াহ গ্রন্থে (পৃ ১৮) বলেনঃ

আল্লাহ তাঁকে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামত দিবসের পূর্বে প্রেরণ করেছেন- (এক হাতে) হেদায়াতের কিতাব কুর'আন ও (অন্য হাতে) বিজয়ী তরবারী সহকারে। (উদ্দেশ্য) যাতে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত উপাসনা বন্দেগী করা হয়ে থাকে শরীকবিহীন অবস্থায়, আর তাঁর রিযিক নির্ধারিত হয়েছিল তরবারী ও বর্শার ছায়াতলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একদিকে দলীল প্রমাণ সাক্ষ্য সহকারে, এবং অপরদিকে তরবারী ও বর্শা দিয়ে, উভয়ে এমনভাবে একত্রিত আছে যার একটি থেকে অপরটি আলাদা করা যায় না। এখন কুর'আন ও সুন্নাহ হতে কিছু প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হচ্ছে, এই দলীল প্রমাণাদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছে যে তরবারী হচ্ছে ইসলাম প্রচারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম-

#১ -আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

"আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই

তাদেরকে সাহায্য করবেন,যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর"। [সূরা হাজ্জ ২২:৪০]

"আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।" [সূরা বাকারাহ ২৫১]

#২ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি ও উপাদান সংগ্রহের জন্যে ও তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্য। আল্লাহ বলেন,

" আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন"। [সূরা আনফাল ৮:৬০]

ইসলাম যদি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ গোবেচারা নিরীহ উপায়েই বিস্তার লাভ করে থাকে, তাহলে কি সেই কারণ যার কারণে কুফফাররা এত ভীত সন্তস্ত হয়ে থাকে? তাদের এতে ভীত হওয়ার কি আছে? তাহলে কি তারা কেবলমাত্র মুখের জিভ নিঃসৃত কথা আর দাওয়াত শুনেই ভীত সন্ত্রস্ত?

সহীহ কিতাবদ্বয়ে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "I have been supported with fear as far as a month's journey." কুফফাররা কি এ কারণে ভয় পাবে যদি কেবল বলা হয়ে থাকে, "মুসলিম হও, আর যদি না হও তাহলে তোমরা স্বাধীন, যা ইচ্ছা তাই বিশ্বাস নিয়ে থাক আর যা খুশি তাই করে বেড়াও?" নাকি তাদের ভীত হবার কারণ জিহাদ (এর মুখোমুখি হওয়া) , (অন্যথায়) জিযিয়াহ কর আরোপ আর অপমান? যাতে করে তারা ইসলামে প্রবেশ করে আর এর মাধ্যমে তারা যাবতীয় অপমান থেকে মুক্তি পেতে পারে।

#৩-যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করতেন, তার সে আহবানের সঙ্গী ছিল তরবারী, তিনি যাদেরকে আমীর করে পাঠাতেন তাদেরকেও অনুরুপ পদ্ধতি অনুসরণের আদেশ

দিতেন, আর যখন লোকেরা ইসলামের দিকে আহবানের এই সর্বাত্মক পদ্ধতিটি দেখত, তখন তা তাদের আল্লাহর দীনের ব্যাপারে সন্দেহ দূর করার জন্যে যথেষ্ট বলে গণ্য হত।

বুখারী (৩০০৯) ও মুসলিম(২৪০৬) বর্ণনা করছেন, সাহল ইবন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, খায়বারর যুদ্ধে একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহ খায়বারে বিজয় দান করবেন এবং যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন আর সেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। সাহল (রা) বলেন, মুসলমানগণ এ জল্পনা কল্পনার মধ্যেই রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে অর্পণ করা হবে এ ঝাণ্ডা। সকাল হলো, সবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই মনে মনে এ ঝাণ্ডা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সা: বললেন, আলি ইবন আবু তালিব কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! তিনি তো চক্ষুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আছেন। তিনি বললেন, তাকে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দাও। সে মতে তাঁকে আনা হল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তাঁর জন্যে দুয়া করলেন। ফলে চোখ এরূপ সুস্থ হয়ে গেল যে, যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না। এরপর তিনি তাঁর হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন। তখন আলী রা) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হও , এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান করো (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে) ইসলামী বিধানে ওদের উপর যেসব হক বর্তায় সেসব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দিও। কারণ আল্লাহর কসম ! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন তা হলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অনেক উত্তম।কাজেই ইসলামের দিকে এই আহবানটি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হয়েছিল।

মুসলিম (৩২৬১) বর্ণিত হাদীসে বুরাইদা বলেন, 'যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একজন ব্যক্তিকে কমাণ্ডার(আমির) নিযুক্ত করতেন কোন বাহিনীর নেতা হিসেবে কিংবা কোন কাফেলা আক্রমণকারী দলের প্রধান হিসেবে, তিনি সেই ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেন আল্লাহকে ভয় করতে, তার নিজের জন্য ও তার সাথী মুসলিমদের জন্য, এরপর তিনি বলতেন, "...যে আল্লাহর সাথে কুফরী করে, 'বিসমিল্লাহ' বলে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো। যুদ্ধ করো, তবে তোমরা সীমালংঘন করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, হাত পা কেটে খণ্ড খণ্ড করে বিকৃত করো না এবং শিশুদেরকে হত্যা করো না। আর যখন তোমার মুশরিক শত্রুদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়, তখন তিনটি নীতির দিকে তাদেরকে আহবান জানাও। এর যে কোনটি সে যখন মেনে নেয় তখন তা গ্রহণ করে নাও এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দাও। অতঃপর তাদেরকে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করার দিকে আহবান জানাও। যদি তারা তোমার এ আহবানে সাড়া দেয় তখন তুমি তাদের এ সাড়া কবুল করে নাও এবং জিহাদ বন্ধ করে দাও।...আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদেরকে জিযিয়াহ কর প্রদানে বাধ্য করো। যদি তারা তা মেনে নেয়, তোমরা তা কবুল করে নাও এবং তাদের সাথে এ অবস্থায়ও জিহাদ বন্ধ রাখো। আর যদি তারা উক্ত জিযিয়াহ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তখন (তৃতীয় ও শেষ ফয়সালা) আল্লাহর কাছে মদদ ও সাহায্য কামনা করো এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো...।"

কাজেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কমাণ্ডারদের আদেশ করেছেন কুফফারদের আহবান করতে ইসলামের দিকে যখনএই আহবানের সংগী ছিল মাথার উপরে তরবারীর ঝলকানি। যদি তারা মুসলিম হতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের অবশ্যই জিযিয়াহ কর দিতে হবে বিনয়াবনত হয়ে। আর যদি তারা এতেও রাজী না হয়, তাহলে তাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না তরবারী ব্যতীত- "যদি তারা (উক্ত জিযিয়াহ প্রদানে) অস্বীকৃতি জানায়, তখন (তৃতীয় ও শেষ ফয়সালা) আল্লাহর কাছে মদদ ও সাহায্য কামনা করো এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো "

#৪- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে তরবারী হাতে এ উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালারই) ইবাদত করা হবে, আর আমার রিযিক আসে আমার বর্শার ছায়া হতে, আর যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপমান

(আর লাঞ্ছনা) তাকদীরে নির্ধারিত হয়েছে, আর যে কেউ তাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন"। **(মুসনাদে আহমান, ৪৮৬৯; সহীহ আল জামে',২৮৩১.)** এ ঘটনাটি, অর্থাৎ ইসলামের প্রসারের একটি মাধ্যম হিসেবে তরবারী ও শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এটি ইসলামের জন্য লজ্জা বা হীনমন্যতার কিছু নয়, বরং এটি ইসলামের একটি শক্তি ও গুণ, কেননা এর ফলে মানুষ সেই দীনের সাথে লেগে থাকে যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। বেশির ভাগ লোকেরাই বোকা এবং জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অভাব তাদের মধ্যে রয়েছে, আর তাদেরকে যদি তাদের নিজেদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা সত্যের প্রতি বরাবরের মতই অন্ধ গাফেল হয়ে থাকে।

তারা তাদের খামখেয়ালী মনোভাব ও কামনা বাসনার মাঝে নিমজ্জিত হতে থাকে। কাজেই আল্লাহ জিহাদের প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন যাতে তাদেরকে সত্যের উপর ফিরিয়ে আনা যায় আর এটা তাদের উপকার করে। নিসন্দেহে বিচক্ষণতা নির্দেশ করে যে, বোকাদেরকে তাদের মূর্খতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং তাদেরকে এমন কিছুর দিকে জোর করতে হবে যা তাদের উপকার করবে। আল বুখারী (৪৫৭৭) বর্ণনা করেছেনঃ **"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"।(আলে ইমরান ১১০)**

এই আয়াতটি সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মানুষের জন্য মানুষ কল্যাণজনক তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে, এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে"।

জিহাদ ব্যতীত কি লোকদের ঘাড়ে শিকল লাগানো অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব?

এটা এমন একটি বিষয়, যার জন্য ইসলাম প্রশংসার দাবীদার, নিন্দনীয় নয়। পরাজিত ধব্জাধারীদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এ কারণে যে তারা আল্লাহর দীনকে বিকৃত করছে, আর একে দূর্বল করে তুলছে বার বার এ দাবী করে যে, এটা হচ্ছে শান্তির ধর্ম। হ্যাঁ, এটা শান্তির ধর্ম ঠিক, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কথাটি বলা হয়ে থাকে তা হচ্ছে, সমস্ত মানবজাতিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করা থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে, আর সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর আইন বিধানের

নিকট আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে। এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মনোনীত দীন, কোন ব্যক্তি বা মানুষের উর্বর চিন্তাধারার ফসল নয়। কাজেই যারা এর প্রচারের জন্য কাজ করছে তাদের উচিত নয় এই দীনের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করা, আর তা হচ্ছে সকল দীনের উপর আল্লাহর দীন বিজয়ী থাকবে এবং সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই হতে হবে।

যখন লোকেরা এমন কিছু মতবাদ (মার্কসবাদ, জাতীয়তাবাদ, উদারতাবাদ ইত্যাদি) আর তন্ত্র মন্ত্র(গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি) ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে যেগুলোর জন্মই হয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক হতে, প্রতিটি মতবাদ আর ধ্যান ধারণা, প্রতিটি সিস্টেম, আইন কানুন যা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে । এই মানব রচিত মতবাদগুলোর একটি আরেকটি থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে, ফলে এদের একটি সিস্টেম আরেকটি সিস্টেমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে থাকে, কাজেই এই মতবাদগুলো একে অপরের মোকাবেলায় ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকে বা সহ অবস্থান করতে পারে যখন তা নিজেদের (ভৌগলিক কিংবা রাজনৈতিক) সীমানা দ্বারা রক্ষিত হয়, তখন এক সীমারেখার আইন অন্য সীমানায় চলে না।এভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও এই সাংঘর্ষিক মানব রচিত বিধান ও সিস্টেমগুলো একে অপরের মোকাবেলায় টিকে থাকে। কিন্তু যখন এদের সাথে এমন একটি বিধান থাকে যা মানব রচিত নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সিস্টেম ও আইন বিধান, আর এগুলোর পাশাপাশি যদি মানুষের রচিত আইন বিধান থাকে, সিস্টেম থাকে, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে ভিন্ন। তখন (এই মতবাদগুলোর সহাবস্থানের কোন সম্ভাবনা নেই) আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত সিস্টেমের অধিকার হচ্ছে এই সকল বাধা বিপত্তিকে অপসারণ করা আর মানুষ হয়েও মানুষের গোলামী থেকে মানুষকে মুক্ত করা । - **ফিকহ আল-দাওয়াহ , সাইয়েদ কুতুব ২১৭-২২২**

ফাতাওয়া আল লাযনাহ আল দাইমাহ (১২/১৪) তে বর্ণিতঃ যারা ইসলামের বার্তার প্রতি সাড়া দিয়েছে ও কর্ণপাত করেছে তাদের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে দলীল-প্রমাণাদি সহকারে, আর যারা উদ্ধত, দাম্ভিক অহংকারী ও গোঁয়ার তাদের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে শক্তি ও তরবারীর মাধ্যমে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়েছে, অহংকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করেছে, আর সবশেষে সত্য ও বাস্তবতার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সৌজন্যেঃ Islam Q&A

(সংগৃহীত)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫২৮

কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের থাকবে

tayfamansura

Member

১১-০৫-২০১৫

কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন ।

==========

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা যদি সত্য হয় তাহলে এই দলটি কোথায় অথবা আপনাকে এই হাদিছ গুলো ভুল প্রমাণ করতে হবে।

==========

يُقَاتِلُونَ = কিতাল (প্রতিটি হাদিছে বিদ্যমান)----------

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ لاَ "سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا . فَيَقُولُ لاَ . إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ . تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ" .

আল ওয়ালীদ ইবন শুজা, হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন । মুসলমানদের

আমীর বলবেন, আসুন । নামাযে আমাদের ইমামত করুন! উত্তর দিবেনঃ না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিতে হবেন । এ হলো আল্লাহ জন্য প্রদত্ত এ উম্মাতের সমান । সহিহ মুসলিম :: বই ১ :: কিতাবুল ঈমান অধ্যায় ::হাদিস ২৯৩/ ২৯২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي "يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).....জাবির ইবন সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেছেনঃ এ দীন (ইসলাম) সর্বদা কায়েম থাকবে । মুসলমানদের একটি দল এর পক্ষে কিতাল করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত । সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায় :: হাদিস ৪৭১৭/ ৪৮০১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي "يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" .

হারুন ইবন আব্দুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শাঈর (র).....জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ, আমি রাসুলুল্লাহ (সা) বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি জামায়াত সর্বদাই সত্যের স্বপক্ষে কিতাল করতে থাকবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত । সহিহ মুসলিম :: বই ২০ ::কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায় :: হাদিস ৪৭১৮/ ৪০৮২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - وَهُوَ ابْنُ

بُرْقَانَ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه مَنْ "وسلم عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... ইয়াযিদ ইবন আসাম বলেনঃ, আমি মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে এমন একটি হাদীস নবী (সা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যা ছাড়া নবী (সা) এর বরাতে অন্য কোন হাদীস মিম্বরের উপর থেকে বলতে তাঁকে আমি শুনিনি । তিনি বলেনঃ, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের বুৎপত্তি দিয়ে থাকেন এবং মূসলামনদের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করবে । যারা তাদের প্রতি বিরুপ, ভাব পোষণ করবে তাদের বিরুদ্ধে থাকার তারা তাদের উপর বিজয়ী থাকবে । কিয়ামত অবধি এভাবে চলতে থাকবে । সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায় :: হাদিস ৪৭২০/ ৪৮০৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَىْءٍ إِلاَّ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ . فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ . فَقَالَ لاَ "عُقْبَةُ هُوَ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَجَلْ . ثُمَّ يَبْعَثُ

اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ فَلاَ تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

আহমাদ ইবন আবদূর রাহমান ইবন ওহাব (র) ..... আবদুর রাহমান ইবন শামাসাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ, একদা আমি মাসলামা ইবন মুখাল্লাদ (রাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ, কিয়ামত কেবল তখনই কায়েম হবে যখন নিকৃষ্টতম লোকরা থাকবে-ওরা জাহেলিয়াৎ সম্প্রদায়ের লোকদের চাইতেও নিকৃষ্টতর হবে। তারা আল্লাহর কাছে যে বস্তুর জন্যই দোয়া করবে তিনি তা প্রত্যাখান করবেন। তারা যখন এ আলোচনায় ছিলেন এমন সময় উকনা ইবন আমির (রাঃ) সেখানে এলেন। তখন মাসলামা (রাঃ) বললেনঃ, হে উকবা, শুনুন, আব্দুল্লাহ কি বলেছেন? তখন উকবা (রাঃ) বললেনঃ, তিনি তা ভাল জানেন। তবে আমি রাসুলুল্লাহ (সা) -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় অত্যন্ত বজ্র কঠোর হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এভাবে চলতে চলতে তাদের নিকট কিয়ামত এসে যাবে আর তাঁর এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ, হাঁ। তারপর আল্লাহ একটি বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করবেন, সে বায়ু প্রবাহটি হবে কারীর সূঘ্রাণের ন্যায়। এবং তার পরশ হবে রেশমের পরশের মত। সে বায়ু এমন একটি লোককেও অবশিষ্ট রাখবে না যার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈসান থাকবে। তাদের সকলকে তা কবজ করে নেবে। তারপর কেবল নিকৃষ্টতম লোকগুলিই বাকী থাকবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে। সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায় :: হাদিস ৪৭২১/ ৪৮০৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের

কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন ।

==========

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা যদি সত্য হয় তাহলে এই দলটি কোথায় অথবা আপনাকে এই হাদিছ গুলো ভুল প্রমাণ করতে হবে।

==========

يُقَاتِلُونَ = কিতাল (প্রতিটি হাদিছে বিদ্যমান)----------

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ لاَ "سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا . فَيَقُولُ لاَ . إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ . تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ ".

আল ওয়ালীদ ইবন শুজা, হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন । মুসলমানদের আমীর বলবেন, আসুন । নামাযে আমাদের ইমামত করুন! উত্তর দিবেনঃ না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিতে হবেন । এ হলো আল্লাহ জন্য প্রদত্ত এ উম্মাতের সমান । সহিহ মুসলিম :: বই ১ :: কিতাবুল ঈমান অধ্যায় ::হাদিস ২৯৩/ ২৯২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي "يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).....জাবির ইবন সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেছেনঃ এ দীন (ইসলাম) সর্বদা কায়েম থাকবে। মুসলমানদের একটি দল এর পক্ষে কিতাল করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায় ::

হাদিস ৪৭১৭/ ৪৮০১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي "يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

হারুন ইবন আব্দুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শাঈর (র).....জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ, আমি রাসুলুল্লাহ (সা) বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি জামায়াত সর্বদাই সত্যের স্বপক্ষে কিতাল করতে থাকবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। সহিহ মুসলিম :: বই ২০ ::কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায় :: হাদিস ৪৭১৮/ ৪০৮২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه مَنْ "وسلم عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" .

ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... ইয়াযিদ ইবন আসাম বলেনঃ, আমি মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে এমন একটি হাদীস নবী (সা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যা ছাড়া নবী (সা) এর বরাতে অন্য কোন হাদীস মিম্বরের উপর থেকে

বলতে তাঁকে আমি শুনিনি । তিনি বলেনঃ, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের বুৎপত্তি দিয়ে থাকেন এবং মূসলামনদের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করবে । যারা তাদের প্রতি বিরুপ, ভাব পোষণ করবে তাদের বিরুদ্ধে থাকার তারা তাদের উপর বিজয়ী থাকবে । কিয়ামত অবধি এভাবে চলতে থাকবে । সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায় :: হাদিস ৪৭২০/ ৪৮০৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَىْءٍ إِلاَّ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ . فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ . فَقَالَ لاَ "عُقْبَةُ هُوَ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَجَلْ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ فَلاَ تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

আহমাদ ইবন আবদূর রাহমান ইবন ওহাব (র) ..... আবদুর রাহমান ইবন শামাসাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ, একদা আমি মাসলামা ইবন মুখাল্লাদ (রাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম । তখন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ, কিয়ামত কেবল তখনই কায়েম হবে যখন নিকৃষ্টতম লোকরা থাকবে-ওরা জাহেলিয়াৎ সম্প্রদায়ের লোকদের চাইতেও নিকৃষ্টতর হবে । তারা আল্লাহর কাছে যে বস্তুর জন্যই দোয়া করবে তিনি তা প্রত্যাখান করবেন । তারা যখন এ আলোচনায় ছিলেন এমন সময় উকনা ইবন আমির (রাঃ) সেখানে এলেন । তখন মাসলামা (রাঃ) বললেনঃ, হে উকবা, শুনুন, আব্দুল্লাহ কি বলেছেন? তখন উকবা (রাঃ) বললেনঃ, তিনি তা ভাল জানেন । তবে আমি রাসুলুল্লাহ (সা) -কে বলতে শুনেছি যে, আমার

উম্মাতের একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় অত্যন্ত বজ্র কঠোর হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এভাবে চলতে চলতে তাদের নিকট কিয়ামত এসে যাবে আর তাঁর এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ, হাঁ। তারপর আল্লাহ একটি বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করবেন, সে বায়ু প্রবাহটি হবে কারীর সূষ্রাণের ন্যায়। এবং তার পরশ হবে রেশমের পরশের মত। সে বায়ু এমন একটি লোককেও অবশিষ্ট রাখবে না যার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈসান থাকবে। তাদের সকলকে তা কবজ করে নেবে। তারপর কেবল নিকৃষ্টতম লোকগুলিই বাকী থাকবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে। সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায় :: হাদিস ৪৭২১/ ৪৮০৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৯৪

জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি শর্ত কিনা

imanupdate

Junior Member

১১-২২-২০১৫

বিভ্রান্তি দূর করুন , দরবারী আলিমদের থেকে সতর্ক থাকুন...

বিষয়ঃ- জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি শর্ত কিনা।

.সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» ، قَالَ: «نَعَمْ، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে বললেন তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তাদের নিকট জিহাদ করো।"অন্য একটি হাদীসে এসেছে "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি প্রথমে বললেন সময় মতো নামাজ আদায় করা, পরে বললেন পিতা-মাতার সাথে ভাল আচরণ করা তারপর বললেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)এই হাদীস দুটির মাধ্যমে অনেকে বিভিন্নরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকেন এবং সর্বাবস্থায় জিহাদে যাওয়ার জন্য বাবা-মার অনুমতি জরুরী মনে করেন। সাধারন অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া কিন্তু বিশেষ কিছু অবস্থায় ফরজে আইন হয়ে যায়। জিহাদ যখন ফরজে কিফায়া থাকে এবং যথেষ্ট সংখক মুসলিম জিহাদে অংশগ্রহন করে তবে বাকীদের উপর জিহাদে অংশগ্রহন করা বাধ্যতামুলক থাকেনা তারা ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণ করে গনীমত ও সূউচ্চ মর্যাদা হাসীল করতে পারে

আবার ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণ নাও করতে পারে। এই অবস্থায় পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা বৈধ নয়। কিন্তু জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায় বা যথেষ্ট সংখক মুজাহিদ জিহাদে যোগদান না করেন, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। তখন পিতা মাতার অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই যেভাবে নামাজ, রোযার জন্য পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন,

قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَحْرُمُ الْجِهَادُ إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسلمين لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلَا إِذْنَ

জমহুর আলেম বলেছেন পিতামাতা যদি মুসলমান হয় তবে তারা নিষেধ করলে জিহাদ করা বৈধ হবে না কেননা পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা ফরজে আইন আর জিহাদ ফরজে কিফায়া। তবে যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তখন কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই। (ফাতহুল বারী)

পরবর্তী হাদীসে যে জিহাদকে পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহারের পরে উল্লেখ করা হয়েছে এটাও ঐ অবস্থায় যখন জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকে কিন্তু যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তখন পিতামাতার খেদমতের চেয়ে জিহাদ করা অধিক ফজীলতের আমল হবে। এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

যেমনঃ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال (لا أجده) . قال (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر) قال ومن يستطيع ذلك"

একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর রসুল আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদদের সমান পুরুষ্কার পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি কি (মুজাহিদ ফিরে না আসা পর্যন্ত) অনবরত ক্লানি-হীনভাবে নামাজ আদায় করতে ও কোনোরুপ পানাহার ব্যতিরেখেই রোযা রাখতে সক্ষম? উক্ত ব্যক্তি

বললেন, হে আল্লাহর রসুল, কে এই কাজ করতে সক্ষম? (সহীহ বুখারী) আর যদি আমরা মেনেও নিই যে পিতামাতার সাথে ভাল আচরন করা জিহাদের চেয়ে উত্তম তবে এর অর্থ কি এই যে পিতামাতার সাথে ভাল আচরণ করলেই জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। একই হাদীসে তো নামাজকে পিতামাতার সাথে ভাল আচরণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ কি এ যে যেহেতু নামাজ পিতামাতার সাথে ভাল আচরণের তুলনায় উত্তম আমল তাই একজন মুসল্লির জন্য পিতামাতার খেদমতের প্রয়োজন নেই? একটি কাজ অন্য একটি কাজ থেকে উত্তম হলেই অন্য কাজটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। বরং মুক্তি পেতে হলে প্রতিটি ফরজ দায়িত্বই নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হবে।

দরবারী আলিম সমাজ এবং তাদের অনুসারীদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না, জিহাদের প্রতি যুব সমাজকে নিরুৎসাহিত করাই হল এদের দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য। এরা সুস্পষ্ট বিষয়ে মানুষের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করে দেয়। তবে খাওয়ারিজ আক্বীদা থেকেও আমাদের সর্তক থাকা উচিৎ।

আল্লাহ্ আমাদের নেক নিয়ত ও আমল কবুল করুক, আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪৯